

■■ মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)

হাদিস নাম্বারঃ ৩২৭০

পর্ব-১৩: বিবাহ (১১১)

পরিচ্ছেদঃ ১০. তৃতীয় অনুচ্ছেদ - স্ত্রীদের সাথে সদ্যবহার এবং তাদের প্রত্যেকের (স্বামী-স্ত্রীর) পারস্পরিক হক ও অধিকার সংক্রান্ত

আরবী

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي نَفَرِ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ فَجَاءَ بِعِيرٌ فَسَجَدَ لَهُ فَقَالَ أَصْحَابُهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ تَسْجُدُ لَكَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ فَجَاءً بِعِيرٌ فَسَجُدَ لَكَ. فَقَالَ: «اعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَأَكْرِمُوا أَخَاكُمْ وَلَوْ الْبَهَائِمُ وَالشَّجَرُ فَنَحْنُ أَحَقُّ أَنْ نَسْجُدَ لَكَ. فَقَالَ: «اعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَأَكْرِمُوا أَخَاكُمْ وَلَوْ كُنْتُ أَمُرُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا وَلَوْ أَمَرَهَا أَنْ تَنْقُلَ مِنْ كُنْتُ آمُرُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا وَلَوْ أَمْرَهَا أَنْ تَنْقُلَ مِنْ جَبَلٍ أَسْوَدَ لِلَى جَبَلٍ أَسْوَدَ إِلَى جَبَلٍ أَسْوَدَ إِلَى جَبَلٍ أَسْوَدَ إِلَى جَبَلٍ أَسْوَدَ إِلَى حَبَلٍ أَسْوَدَ إِلَى جَبَلٍ أَسْوَدَ إِلَى جَبَلٍ أَسْوَدَ إِلَى حَبَلٍ أَسْوَدَ إِلَى عَبَلٍ أَسْوَدَ إِلَى حَبَلٍ أَسْوَدَ إِلَى عَبَلٍ أَسْوَدَ إِلَى عَبَلٍ أَمْدُهُ كَانَ يَنْبَغِي لَهَا أَن تَفْعَلَهُ» . رَوَاهُ أَحْمِد

বাংলা

৩২৭০-[৩৩] 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাছ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহাজির ও আনসারগণের মাঝে উপস্থিত ছিলেন। তখন একটি উট এসে তাঁকে সিজদা করল। এটা দেখে সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনাকে জীব-জন্তু, গাছপালা সিজদা করে, সুতরাং আপনাকে সিজদা করা আমরা বেশী হকদার। এতে তিনি (সাল্লাল্লাছ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তোমরা তোমাদের রব্রে 'ইবাদাত (সিজদা) কর এবং তোমাদের ভাইকে (নবী সাল্লাল্লাছ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে যথাযোগ্য) সম্মান কর। আমি যদি (দুনিয়াতে) কারো প্রতি সিজদা করতে নির্দেশ দিতাম, তাহলে ল্লীকে তার স্বামীর প্রতি সিজদা করার অনুমতি দিতাম। স্বামী যদি ল্লীকে (ন্যায়সঙ্গত ও প্রয়োজনে) হলুদ বর্ণের পর্বত হতে কালো বর্ণের পর্বতে এবং কালো বর্ণের পর্বত হতে সাদা বর্ণের পর্বতে পাথর স্থানান্তরের নির্দেশ করে, তবে তার দায়িত্বনিষ্ঠার সাথে তা পালন করা। (আহমাদ)[1]

ফুটনোট

[1] য'ঈফ: আহমাদ ২৪৯৭৫, ইবনু মাজাহ ১৮৫২। কারণ এর সনদে 'আলী বিন যায়দ বিন জাদ্'আন একজন দুর্বল রাবী।



ব্যাখ্যা

ব্যাখ্যা: বিভিন্ন বর্ণনা থেকেই জানা যায় যে, পাথর বৃক্ষাদি এবং চতুস্পদ প্রাণী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সিজদা করতো। এমনি একটি ঘটনা প্রত্যক্ষ করে সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রসূল! চতুপ্পদ প্রাণী এবং বৃক্ষাদি আপনাকে সিজদা করছে আর আমরা করছি না? অথচ পিতা-মাতার আদাব-শিষ্টাচার শিক্ষা দানের চেয়ে নবৃওয়াতী দীন শিক্ষা দানের শুকরিয়া ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ক্ষেত্রে আপনি অধিক হকদার। সুতরাং এজন্য কি আমরা আপনাকে সিজদা করবো না? উত্তরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'ইবাদাত করবে আল্লাহর, অর্থাৎ 'ইবাদাতের চূড়ান্ত এবং সর্বোচ্চ অবস্থা হলো সিজদা প্রদান করা, সুতরাং তা খাস একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্ধারিত, অন্য কারো জন্যই তা প্রযোজ্য নয়।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তোমার ভাইকে সম্মান করবে, অর্থাৎ তাকে অন্তরে ভালোবাসবে এবং তার কথা মেনে চলবে। এর অর্থ হলো তোমরা তোমাদের নাবীর আনুগত্য করবে এবং তাঁর কথা মেনে চলবে, আর তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে দূরে থাকবে। তাঁর এ অধিকার নেই যে, লোকে তাঁকে সিজদা করবে।

এতে আল্লাহ তা'আলার এই বাণীর প্রতি ইশারা রয়েছে: "কোনো মানুষ যাকে আল্লাহ তা'আলা কিতাব, রাজত্ব ও নবূওয়াত দান করেছেন, তার এ অধিকার নেই যে, সে লোকেদেরকে বলবে, তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে আমার 'আন্দ বা বান্দা হয়ে যাও; বরং তোমরা সকলেই আল্লাহওয়ালা হয়ে যাও"- (সূরা আ-লি 'ইমরান ৩: ৭৯)। আল্লাহর এ বাণীর দিকেও ইঙ্গিত রয়েছে: "তুমি আমাকে যা নির্দেশ করেছো তা ছাড়া আমি তাদের (উম্মাতদের) কিছুই বলিনি, (যা বলেছি তা হলো) তোমরা ঐ আল্লাহর 'ইবাদাত করো যিনি আমার রব এবং তোমাদের রব।" (সূরা আল মায়িদাহ্ ৫: ১১৭)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে উটের সিজদা করার ঘটনাবলী ছিল আদত পরিপন্থী ব্যতিক্রম ঘটনা যা আল্লাহর নির্দেশক্রমে সংঘটিত হয়েছিল। ঐ কাজের মধ্যে আল্লাহর রসূলের কোনো ক্ষমতা বা হাত ছিল না। উটও নিজস্ব ইচ্ছায় সিজদা করেনি বরং আল্লাহর আদেশ পালনে বাধ্য হয়েছিল, যেমন মালায়িকার (ফেরেশতাগণের) প্রতি আদামকে সিজদা দানের নির্দেশ হয়েছিল। অতঃপর তারা সিজদা করেছিল।

স্বামীর আনুগত্য ওয়াজিব হওয়া অধিকতর গুরুত্ব দিয়ে বুঝানোর জন্য সিজদা দেয়ার দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়েছে। এ দৃষ্টান্ত মুবালাগাহ্ বা অতিরঞ্জন হিসেবে বলা হয়েছে। স্বামী যদি স্ত্রীকে এক পাহাড়ের পাথর অন্য পাহাড়ে নেয়ার মতো কষ্টকর কাজের নির্দেশও করে তবু তা পালন করা উচিত।

দুই রংয়ের দু'টি পাহাড়ের কথা পূর্ণ মুবালাগাহ হিসেবে বলা হয়েছে। কেননা সাদা কালো দু'টি পাহাড় পাশাপাশি পাওয়া যাবে না। পাওয়া গেলেও হয় তো একটি থেকে অন্যটি হবে অনেক দূরে, ঐ এক পাহাড় থেকে অন্যটিতে পাথর স্থানান্তরিত করা হবে ভীষণ কষ্টকর কাজ। স্বামী যদি তাও নির্দেশ করে স্ত্রীকে তাই পালন করতে হবে। (মিরকাতুল মাফাতীহ)

হাদিসের মান: যঈফ (Dai'f) পুনঃনিরীক্ষিত



পাবলিশারঃ হাদিস একাডেমি 🛘 বর্ণনাকারীঃ আয়িশা বিনত আবূ বাকর সিদ্দীক (রাঃ)

👲 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন